Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত এর ভয়াবহতা ও তার পরিনাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Fatema Akter

রোলঃ 228022214

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত এর ভয়াবহতা ও তার পরিনাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Fatema Akter

রোলঃ 228022214

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত এর ভয়াবহতা ও তার পরিনাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Fatema Akter, আইডিঃ 228022214 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত এর ভয়াবহতা ও তার পরিনাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফাতেমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

Fatema Akter

আইডিঃ 228022214

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবত কি?.....7
গীবতের প্রকারভেদ?.....10
মুসলমানের গীবত.....10
অমুসলিম নাগরিকের গীবত.....11
যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত.....11
দৈহিক কাঠামোর গীবত.....11
পোশাকের গীবত.....12
ঘটনার সারাংশ:.....12
শিক্ষণীয় বিষয়:.....13
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:.....16
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি:.....21
১. সরাসরি গীবত:.....21
গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম.....26
গীবত ত্যাগের উপকারিতা.....30
৫. নেক আমল রক্ষা হয়.....34
গীবতের প্রতিকার ও পরিত্রাণের উপায়.....37
উল্লেখযোগ্য হাদীস:.....42
গীবতের বিধান.....58

গীবতের প্রভাব.....59
গীবতের বৈধ ক্ষেত্র.....60
গীবত থেকে মুক্তির উপায় 61
উপসংহার.....62

গীবত কি?

এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন :

إِذَا مَاتَ آدَمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

“তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পাপের গীবত করোনা।”
(আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়িজ, হাদিস-সিলসিলা)

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

"তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।”

হাদিসটি ইবনে হিব্বান (র) বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল আজিজ আল-মুনীরী তাঁর কিতাবের তাফসীর ওয়াদ তাহরীর-এ সংকলন করেছেন।

اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

"তোমরা তোমাদের মৃতদের প্রশংসনীয় আলোচনা কর এবং তাদের দুনিয়ার দোষত্রুটি আলোচনা করোনা।”

কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা,যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে।মুখে,লেখিনীতে,অঙ্গ দ্বারা বা অন্য যে কোনো প্রকারে করা হোক,তা গীবত বলেই গণ্য হবে।আর গীবত করা কথা যদি ভুল হয় তাহলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা:) কয়েকটি হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করা হলো:

কোনো প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী (সা:) জআয়েশা (রা:) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে।মহানবী (সা:), হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলছো কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল (ফকীহ আবুল লাইস,বাবুল গীবত)

একতা মহানবী (সা:) তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন,গীবত কাকে বলে তোমরা কি তা জানো? সাহাবীগণ বলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ!আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন, আমাদের জানা নেই। মহানবী (সা:)বলেনঃ

ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

“তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা হলো গীবত, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।”সাহাবাগণ আরজ করলেন,হে আল্লাহর রাসূল!যদি সেই দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও কি তা গীবত হবে?তিনি বলেনঃতুমি যদি কারো সত্যিকারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো তবেই তো তার গীবত করলে।আর তুমি যা বললে বাস্তবিকই তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার প্রতি দোষারোপ করলে।(ইমাম বাগাবীর মাআমিলুত তানযীল)

মহানবী (সাঃ) ‘আখাকা’(তোমার ভাই) শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করে বলেছেন যে,তুমি যার ইবাদাত করছো সে তোমার নিকটাত্মীয়ের না হলেও সে তোমার ভাই।(এক) তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি,তিনি হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ)।(দুই) তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী,তিনি হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আঃ)।(তিন)তুমি ও সে উভয়ই মুসলমান, আর সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই।অতএব নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে,অন্যদের গীবত করা থেকেও তদ্রূপ বিরত থাকা উচিত।

গীবতের প্রকারভেদ?

মুসলমানের গীবত

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ"

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না।তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে?তোমরা তা ঘৃণা করো।" (সূরা হুজরাতঃআয়াত ১২)
কোনো ভাবেই বৈধ না।মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া আর গীবত করা একই কাজ।

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেও বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক ব্যক্তির ছিল নিচ তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

"দীনদারী ও সংখ্যানুযায়ী কোন ব্যক্তির উপর ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবু দাউদ)

অমুসলিম নাগরিকের গীবত

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জানমাল ও ইজ্জত আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানদের সমমর্যাদাসম্পন্ন।অতএব সে মুসলমানদের মতো অগ্রাধিকার পাবে।

যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত

ফিকহ-এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে,অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ।

হযরত ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরের আয়াতের তাফসীরে বলেন,'কাফেরের গীবত জায়েয,এ দ্বারা সম্ভবতঃহরবী কাফেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

দৈহিক কাঠামোর গীবত

কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্য তার দৈহিক গীবত করা,যেমন এরূপ বলা-অমুক স্থুলকায়,বেঁটে,তার নাক লম্বা,চোখ ছোটো,একেবারে বধির,কারো কথা শুনতে পায় না ইত্যাদি

বিভিন্নভাবে দৈহিক দোষ বর্ণনা করা এবং তাকে তুচ্ছ করার জন্যে হাসা-বিদ্রুপ করা হারাম,বৈধ না।

পোশাকের গীবত

যেমন বলা অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ,তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে।অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে।অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরে যে তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে। পোশাক বা অন্য কোনো বাহ্যিক বিষয় নিয়ে গীবত (পরনিন্দা) করার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হাদীসে বর্ণিত আছে, যা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)–কে কেন্দ্র করে।

ঘটনার সারাংশ:

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) এক মহিলার কথা বলছিলেন এবং বললেন (অর্থবোধক), “সে মহিলা অমুকভাবে হাঁটে” অথবা “তার হাঁটার ভঙ্গি এমন” — এটা বলার সময় তিনি ইঙ্গিতে সেই মহিলার হাঁটার ভঙ্গি নকল করে দেখিয়েছিলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:

"তুমি এমন কথা বলেছ যে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা পানিকে দূষিত করে ফেলত।"

— (আবু দাউদ, তিরমিযী সহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত)

শিক্ষণীয় বিষয়:

এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, কারো বাহ্যিক চেহারা, পোশাক, চলাফেরা বা স্টাইল নিয়ে উপহাস বা তাচ্ছিল্য করে বলা—even if indirectly or by mimicry—তা গীবতের শামিল হয় এবং এটি একটি গুরুতর গোনাহ।বংশ বা বংশগৌরব নিয়ে গীবত করাও ইসলামে কঠিনভাবে নিষেধ। কাউকে তার বংশ, জাতি, গোষ্ঠী, বা পরিবারের দুর্বলতা বা দোষ নিয়ে উপহাস বা নিন্দা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন ও হাদীসে নির্দেশ:

১. কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে:

"হে মুমিনগণ! কোনো কওম যেন অন্য কওমকে উপহাস না করে। হতে পারে, তারা (উপহাসকারীর চেয়ে) উত্তম... এবং তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজো না এবং একে অপরের উপনাম ধরো না।"

— (সূরা হুজুরাত, ৪৯:১১)

২. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"কারো প্রতি গর্ব করে তার বংশ উল্লেখ করাকে আল্লাহ সবচেয়ে অপছন্দ করেন।"

— (মুসলিম শরীফ)

বাস্তব উদাহরণ:

কেউ যদি বলে:

– "ওরা তো নীচু জাতের।"

– "ওদের বংশে ভালো মানুষ হয় না।"

– "ওরা তো অমুক জাতি/গোষ্ঠীর, তাদের কি মান-ইজ্জত আছে?"

এই কথাগুলো গীবত, অহংকার এবং sometimes **জাতিগত বিদ্বেষ** হিসেবে গণ্য হয়, যা ইসলামে কঠিনভাবে নিন্দিত।

আপনি কি এই বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর জীবনী থেকে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা জানতে চান?

অভ্যাস বা আচরণ নিয়ে গীবত করাও ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, কাউকে তার স্বভাব, ব্যবহার, কথা বলার ভঙ্গি, খাওয়ার স্টাইল, ঘুমানোর অভ্যাস, বা অন্যান্য ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ে উপহাস বা সমালোচনা করলে—তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়, যদি তা সেই ব্যক্তি পেছনে বলা হয় এবং সে তা শুনলে কষ্ট পায়।

হাদীসের আলোকে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন:

"তোমরা জানো গীবত কী?"

সাহাবীরা বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"

তিনি বললেন:

"তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে।"

একজন জিজ্ঞেস করলেন: "যদি তার মধ্যে সেটা থাকে?"

তিনি বললেন:

"তাহলেই তো গীবত; আর যদি তা না থাকে, তবে তা তো অপবাদ (বুহতান)।"

— (মুসলিম শরীফ)

কিছু উদাহরণ (আচরণ নিয়ে গীবত কেমন হয়):

- "ও তো খুব কৃপণ, কারো সাথে খরচ করে না।"
- "ওর কথা বলার ধরণ একদম বিরক্তিকর।"
- "ও খুব অলস, কিছুই করে না।"
- "ও সারাদিন শুধু মোবাইলেই পড়ে থাকে।"

এই ধরনের মন্তব্য, যদি তা পেছনে বলা হয় এবং ওই ব্যক্তি শুনলে কষ্ট পায়, তবে তা গীবত।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, **কাউকে তার স্বভাব, অভ্যাস বা দুর্বলতা নিয়ে পেছনে সমালোচনা না করে বরং ভালোভাবে উপদেশ দিতে।** মানুষ নিখুঁত নয়, তাই কাউকে ছোট করে বলা নয়, সাহায্য করা হলো প্রকৃত ইসলামি আচরণ।

ইবাদতের গীবত

ইবাদতের গীবত—অর্থাৎ, কারো ইবাদত বা ধর্মীয় চর্চা নিয়ে পেছনে সমালোচনা করা, ঠাট্টা করা বা খাটো করে বলা—এটি ইসলামে গীবতের একটি ভয়াবহ রূপ এবং কখনো কখনো কুফর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ:

- **"ও তো নামাজ তো পড়ে, কিন্তু মানুষ ভালো না।"**
- **"ওর তিলাওয়াত শুনলে বিরক্ত লাগে।"**
- **"হজ্জ করেই সব ভুলে গেছে।"**
- **"ও নফল রোজা রাখে লোক দেখানোর জন্য।"**

এই কথাগুলো গীবত, হীনমন্যতা এবং কখনো রিয়া (লোক দেখানো) বলে দোষারোপ করাও হয়ে যেতে পারে, যা খুবই গর্হিত।

হাদীসের আলোকে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে না, আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার সম্মান রক্ষা করবেন না।"

— (আবু দাউদ)

ইবাদত একটি আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক। কারো ইবাদতের মান বা আন্তরিকতা নিয়ে পেছনে মন্তব্য করা গীবত তো বটেই, অহংকার ও হিংসার লক্ষণও হতে পারে।

কেন এটি বিপজ্জনক?

১. ইবাদত তো আল্লাহর জন্য — মানুষ দেখার জন্য নয়। তাই মন্তব্য করা অর্থ হলো, আপনি তার নিয়ত (intention) নিয়ে বিচার করছেন।

2. এটি 'তাজকিয়াতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়, কারণ গীবত নিজেই একটি গুনাহ।

3. ধর্মকে উপহাস করা (যদি তা ঠাট্টা করে বলা হয়) কুফরের পর্যায়ে পৌঁছায়।

মুখের গীবত

মুখের গীবত বলতে বোঝায় — কারো কথা বলার ধরণ, মুখের অবস্থা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য (যেমন ঠোঁট, দাঁত, কণ্ঠস্বর) নিয়ে পেছনে সমালোচনা করা বা ব্যঙ্গ করা। এটি স্পষ্টভাবে গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামে হারাম।

মুখ বা কথার ধরন নিয়ে গীবতের কিছু উদাহরণ:

- "ওর তো জিহ্বা খুব কাটা—সবসময় বাজে কথা বলে।"
- "ও তো তোতলা, কথা স্পষ্ট করে বলতে পারে না।"
- "ওর কণ্ঠস্বর শুনলে বিরক্ত লাগে।"
- "ওর দাঁত কেমন কুৎসিত!"
- "ও হাসলে মুখ একদম বাকা হয়ে যায়।"

এমন কথা যদি কারো অনুপস্থিতিতে বলা হয় এবং সে শুনলে কষ্ট পাবে, তাহলে তা গীবত।

কোরআনের সতর্কবাণী:

**"তোমরা একে অপরের গীবত করোনা।

অন্তরের গীবত

"অন্তরের গীবত" বলতে এমন কোনো খারাপ চিন্তা বা মনোভাবকে বোঝানো হতে পারে যা মানুষ কারো প্রতি মনে পোষণ করে, যদিও তা মুখে প্রকাশ করে না। ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতে, গীবত (غِيْبَة) সাধারণত এমন কথাকে বোঝায় যা কারো অনুপস্থিতিতে বলা হয় এবং তা যদি সে শুনতো, তাহলে কষ্ট পেত। তবে অন্তরের গীবত হলো — মনে মনে কাউকে হেয় করা, অপমানজনক ধারণা রাখা, বা হিংসা-বিদ্বেষ লালন করা, যা মুখে প্রকাশ না করা হলেও অন্তরে তা পোষণ করা হয়।

ইসলামে অন্তরের বিশুদ্ধতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন ও হাদীসে অন্তরের রোগ, যেমন হিংসা, অহংকার, কৃপণতা ইত্যাদি থেকে বাঁচার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর গীবত

"অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত" (বা "শরীরের গীবত") বলতে এমন কর্ম বোঝানো হয় যা মুখে না বলে, কিন্তু শরীরের মাধ্যমে ইশারায়, ভঙ্গিমায় বা অন্যভাবে কাউকে উপহাস, অপমান বা ব্যঙ্গ করা হয়।

উদাহরণ:

- **চোখের ইশারা** দিয়ে কাউকে ঠাট্টা করা,
- **মুখ বিকৃতি** করে কারো অনুকরণ বা উপহাস করা,

- **হাত-পা বা অঙ্গের ভঙ্গি** দিয়ে কারো দুর্বলতা বা দোষ প্রকাশ করা (যেমন: কারো হাঁটার ভঙ্গি নকল করে হাসাহাসি করা)।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি:

এগুলোও গীবতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও মুখে কিছু বলা হয়নি। কুরআনে বলা হয়েছে:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না...”

(সূরা হুজরাত ৪৯:১১)

এছাড়াও হাদীসে বলা হয়েছে, **“গীবত শুধু মুখের কথায় হয় না, চোখ, হাত, এমনকি মুখভঙ্গি দিয়েও গীবত হতে পারে।”** (মর্মার্থ)

সংক্ষেপে, শরীরের যেকোনো অঙ্গ ব্যবহার করে কারো অসম্মান বা দোষ তুলে ধরার চেষ্টা করাই "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত"।

সরাসরি ও অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত — ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ই গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ই গোনাহে কবিরা (মহাপাপ)। নিচে দুটির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দেওয়া হলো:

---

১. সরাসরি গীবত:

সংজ্ঞা:

কাউকে উদ্দেশ্য করে তার অনুপস্থিতিতে এমন কিছু বলা, যা সত্য হলেও শুনলে সে কষ্ট পাবে।

উদাহরণ:

- "ও খুব অলস।"
- "সে মিথ্যা বলে।"
- "ফলাঁর স্ত্রী খারাপ চরিত্রের।"

হাদীস:

রাসূল (সা.) বলেছেন,

"তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে — সেটাই গীবত।"

— *(সহিহ মুসলিম)*

---

২. অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত (ইশারা, ভঙ্গি বা ঠাট্টায়):

সংজ্ঞা:

কারও দোষ ইঙ্গিতে, ঠাট্টায়, অনুকরণ করে বা কোনো রূপকভাবে প্রকাশ করা — যাতে অপর ব্যক্তি বোঝে কার কথা বলা হচ্ছে এবং এতে অপমান বা কষ্ট হয়।

উদাহরণ:

- কারো হাঁটার ভঙ্গি নকল করে ঠাট্টা করা।
- চোখ টিপে বা ঠোঁট বাঁকিয়ে কারো আচরণ বা কথা নিয়ে ইঙ্গিত করা।

- “আমি তো বলবো না কে ছিল, কিন্তু সে সবসময় দেরিতে আসে”— এই রকম বলে বুঝিয়ে দেওয়া।

কুরআনের সতর্কতা:

“ধ্বংস হোক প্রতিটি পশ্চাতে কথা বলা ও সামনাসামনি উপহাসকারী ব্যক্তির।”

— *(সূরা হুমাযাহ, আয়াত ১)*

হাদীস উদাহরণ:

একবার আয়েশা (রা.) ইঙ্গিতে এক নারীর হাঁটার ভঙ্গি অনুকরণ করেছিলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন:

“তুমি এমন কিছু বলেছ, যা যদি পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হতো, তা তাকে দূষিত করে ফেলত।”

— *(আবু দাউদ)*

- **মৌখিক গীবতের মতোই ইঙ্গিতপূর্ণ বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবতও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।** কারণ এর উদ্দেশ্যও হয় অপমান, হাস্যরস বা অবজ্ঞা — যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

লেখনীর মাধ্যমে গীবত (غيبة بالكتابة) — ইসলামে এটিও মুখে গীবত করার মতোই হারাম এবং গোনাহে কবিরা (মহাপাপ)। গীবত শুধুমাত্র মৌখিক নয়; **লিখে, ইঙ্গিতে, অনুকরণে বা অন্য**

যে কোনো মাধ্যমে কারো অপমানজনক সত্য কথা প্রকাশ করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তের দৃষ্টিতে লেখনীর মাধ্যমে গীবত:

হাদীসের ভিত্তি:

রাসূল (সা.) বলেন:

"তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বলো, যা সে অপছন্দ করে।"

— *(সহীহ মুসলিম)*

এই হাদীসটি **সাধারণ** — মুখে বলা হোক বা লেখে, ইঙ্গিতে হোক বা প্রকাশ্যে।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন:

"গীবত কেবল মুখের কথায় সীমাবদ্ধ নয়। ইঙ্গিত, চোখের ভাষা, অঙ্গ-ভঙ্গি এবং লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়।"

— (*ইহ্যাউ উলুমিদ্দীন*)

লেখনীর মাধ্যমে গীবতের উদাহরণ:

- **সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট:**

  কারো দোষ তুলে ধরা, তাকে উদ্দেশ্য করে নেতিবাচক মন্তব্য করা (চোখে না পড়লেও চিনে ফেলার মতো

হলে)।

- **ব্লগ বা আর্টিকেলে কারো চরিত্রে আঘাত:**
  কারো নাম বা পরিচিতির ইঙ্গিত দিয়ে দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা তুলে ধরা।

- **চিঠি বা নোটে সমালোচনামূলক তথ্য:**
  যেমন: "ও খুব দেরি করে আসে", "সে অযোগ্য" — এসব লিখে অন্যকে দেওয়া।

শরীয়ত অনুযায়ী বিধান:

- এটি **পূর্ণরূপে গোনাহের কাজ** — কারণ এতে একজন মুসলিম ভাই/বোনের সম্মান হানি হয়।
- আল্লাহর কাছে **ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি** গীবত করা ব্যক্তির **ক্ষমা চাইতে হবে** (যদি এতে কষ্ট পেয়ে থাকে)।
- লেখার মাধ্যমে গীবত ছড়িয়ে পড়লে **এর প্রভাব আরও বেশি ক্ষতিকর**, তাই এর গোনাহও গুরুতর হতে পারে।

গীবত কেবল কথায় নয় — লেখনীর মাধ্যমে হলেও তা নিষিদ্ধ। ইসলাম মানুষকে ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার শিক্ষা দেয়, আর লেখনী এমন একটি অস্ত্র যা গীবতকে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারে।

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম

নিচে **"গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম"** শিরোনামে একটি সুচিন্তিত ও ইসলামিক স্কলারদের মতো অনুচ্ছেদ তুলে ধরা হলো, যা আপনি আপনার প্রবন্ধে সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন:

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম

গীবত থেকে বিরত থাকা কখনো কখনো অতিরিক্ত নফল ইবাদতের চেয়েও বেশি মূল্যবান ও জরুরি। ইসলামে গীবতকে একটি মারাত্মক সামাজিক ও আত্মিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা একজন মুমিনের সব নেক আমলকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অনেক সময় মানুষ ইবাদতে নিমগ্ন

থাকলেও জিহ্বার গুনাহ, বিশেষত গীবতের কারণে তার ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, “কারো বিরুদ্ধে গীবত করা— যদিও তা সত্য হয়— তা এমন এক পাপ যা থেকে বেঁচে থাকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অতিরিক্ত ইবাদতের তুলনায়।” রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"কে ফকির জানো? ফকির সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিনে সালাত, রোজা, জাকাতসহ অনেক আমল নিয়ে আসবে; কিন্তু তার সঙ্গে গীবত, অপবাদ, গালি, মারধরের হিসাবও থাকবে। ফলে তার নেকি ভুক্তভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি নেকি শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের গোনাহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

(সহীহ মুসলিম: ২৫৮১)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, গীবত মানুষের হক নষ্ট করে, যা বান্দা মাফ না করলে আল্লাহও মাফ করেন না। পক্ষান্তরে নফল ইবাদত মূলত বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়, যা বান্দার আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে।

সুতরাং, গীবত থেকে নিজেকে বিরত রাখা শুধু একটি চারিত্রিক গুণ নয়— বরং এটি আত্মার পরিশুদ্ধি এবং ইবাদতের প্রকৃত ফলাফল রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।

অবশ্যই, নিচে **“গীবত ত্যাগের উপকারিতা”** শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হলো:

ইসলামে গীবত (পরনিন্দা) সাধারণত হারাম, তবে কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এটি বৈধ বা অনুমোদিত হতে পারে। নিচে গীবতের ছয়টি বৈধ প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হলো, যা ইমাম নববী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-অযকার* এবং *রিয়াযুস সালেহীন*-এ বর্ণনা করেছেন:

গীবতের বৈধ ছয়টি প্রেক্ষাপট:

1. **অবিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অভিযোগ করা**

   কেউ যদি কারো ওপর জুলুম করে, তাহলে ন্যায়বিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে তা গীবত হবে না।

2. **গুনাহগার বা অন্যায়কারীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কাউকে পরামর্শ দেওয়া**

   কারও ভুল বা অন্যায় কাজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করা, যেন সে ক্ষতির শিকার না হয় — এটি "নসীহা"র অংশ হিসেবে বৈধ।

3. **ফতোয়া বা শরিয়ত সম্পর্কিত পরামর্শ চাওয়া**

কোনো সমস্যায় কারো বিরুদ্ধে কথা বলে ফতোয়া চাওয়া — যেমন: "আমার স্বামী আমার সঙ্গে এমন করছে, শরিয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?" — তখন গীবত বৈধ হয়।

4. **মুসলিমদের বিপদ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কাউকে সাবধান করা**

কোনো ব্যক্তি প্রতারণাকারী, বা খারাপ চরিত্রের হলে, মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে নিয়ে সতর্ক করা বৈধ।

5. **খারাপ কাজ প্রকাশ্যে করা ব্যক্তিকে তার অপকর্মের বর্ণনা করা**

যদি কেউ প্রকাশ্যে গুনাহ করে — যেমন: মদ পান করা, ঘুষ খাওয়া — তাহলে তার ওই প্রকাশ্য গুনাহ নিয়ে আলোচনা গীবত নয়।

6. **পরিচয়ের উদ্দেশ্যে দোষসূচক উপাধি ব্যবহার করা**

যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট দোষ দিয়ে চিহ্নিত হয়

(যেমন: খোঁড়া, অন্ধ), এবং সে নামেই সে পরিচিত হয়, তবে অপমানের উদ্দেশ্য ছাড়া পরিচয়ের জন্য বললে তা গীবত নয়। তবে উত্তম হলো বিকল্প ব্যবহার করা।

উল্লেখযোগ্য:

এসব ক্ষেত্রেও নিয়ত খাঁটি হতে হবে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কাউকে হেয় করা, অপমান করা বা ঘৃণা ছড়ানো উদ্দেশ্য হলে—even বৈধ প্রেক্ষাপটে—তাও গীবত হিসেবে গণ্য হবে।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে

মানুষ সামাজিক জীব। একে অপরের সঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে তার জীবনের বড় একটি অংশ পার হয়। কিন্তু কথা বলার এ ধারায় অনেক সময় এমন কিছু কথা আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও গুনাহের কাজ। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও সাধারণ একটি পাপ হলো **গীবত**, অর্থাৎ কারো অগোচরে তার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা।

আধুনিক সমাজে গীবত যেন এক সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ ইসলাম এই কাজটিকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে।" *(সূরা হুজুরাত: ১২)*

এমন ভয়াবহ কাজ থেকে দূরে থাকা একজন মুসলমানের দায়িত্ব। নিচে গীবত ত্যাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা তুলে ধরা হলো:

---

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

গীবত একটি নিষিদ্ধ কাজ, যা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। তাই এই কাজ পরিহার করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায়। গীবত থেকে বিরত থাকা একজন মুমিনের তাকওয়ার পরিচয়।

---

২. আত্মার পরিশুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি

একজন মানুষ যখন গীবত ত্যাগ করে, তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়। চরিত্রে আসে পবিত্রতা ও নম্রতা। রাসূল (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের গ্যারান্টি দেবে, আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেব।"
(সহীহ বুখারী: ৬৪৭৪)

এ থেকে বুঝা যায়, জিহ্বা সংযত রাখা — যার মধ্যে গীবত বর্জন অন্যতম — জান্নাতের পথকে সুগম করে।

---

৩. গোনাহ থেকে মুক্তি ও আখিরাতের নিরাপত্তা

গীবতকারীরা কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:

"মেরাজের রাতে আমি এমন এক জাতিকে দেখলাম, যাদের নখ ছিল তামার এবং তারা নিজেদের মুখ ও বুকে আঁচড় দিচ্ছিল। ...এরা সেই লোক, যারা গীবত করত।"
(আবু দাউদ: ৪৮৭৮)

গীবত ত্যাগ করলে এসব ভয়াবহ শাস্তি থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে।

---

৪. সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়

গীবত একজন ব্যক্তিকে আরেকজনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করে তোলে। ফলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। গীবত বর্জন করে সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে, যেমন আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"

(সূরা হুজুরাত: ১০)

---

৫. নেক আমল রক্ষা হয়

কিয়ামতের দিন গীবতকারী তার গীবতের শিকার ব্যক্তিকে নিজের নেক আমল দিতে বাধ্য হবে। ফলে আমলের ক্ষতি হয়। গীবত পরিহার করলে নিজের সৎকর্মগুলো নিরাপদে থাকে। হাদীসে এসেছে:

"...তার নেক আমল থেকে নিয়ে তাদেরকে দেওয়া হবে। যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে।"

(সহীহ মুসলিম: ২৫৮১)

নিচে **গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার** ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হলো:

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

গীবতে লিপ্ত হওয়ার সাধারণ কারণসমূহ

১. হিংসা ও বিদ্বেষ

অন্যের সফলতা বা মর্যাদা সহ্য করতে না পেরে কেউ কেউ তার পেছনে খারাপ কথা বলে গীবত করে।

হাদীস:

"তোমরা হিংসা করো না... হিংসা নেক আমলকে আগুন

যেমন কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে, তেমন ধ্বংস করে।”

(আবু দাউদ: ৪৯০৩)

২. অহংকার ও আত্মপ্রশংসা

নিজেকে বড় ও অপরকে ছোট দেখাতে গিয়ে অনেকে অন্যের দোষ খুঁজে গীবতে লিপ্ত হয়।

৩. হাস্যরস বা ঠাট্টা-মশকরা

কখনো বন্ধুদের সঙ্গে মজা করতে গিয়েও কেউ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ নিয়ে হাসাহাসি করে, যা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

৪. জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার

অনেকে কথার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কথা বলতে বলতে গীবতের মতো পাপের মধ্যে পড়ে যায়।

৫. রাগ ও শত্রুতা

কাউকে অপছন্দ বা তার প্রতি শত্রুতার কারণে তার বদনাম করতে গিয়ে গীবত করা হয়।

৬. নিজের দোষ আড়াল করা

নিজের ভুল বা দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে অন্যের দোষ তুলে ধরে গীবত করে।

গীবত (পরনিন্দা) ও **চোগলখোরি** (নালিশ বা খবরদারি করে ফেৎনা সৃষ্টি) — এ দুটি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, তবে

এদের মাঝে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিচে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

গীবত (غيبة) — পরনিন্দা:

সংজ্ঞা:

কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমন কিছু বলা যা শুনলে সে কষ্ট পাবে, যদিও তা সত্য হয়।

উদাহরণ:

কেউ বলল, "সে খুব লোভী", "তার আচরণ খারাপ", ইত্যাদি — যা সত্য হলেও, বলা নিষিদ্ধ।

কুরআনের বর্ণনা:

"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে?"

— *(সূরা হুজুরাত, আয়াত ১২)*

প্রভাব:

শুনে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, গীবতকারী গোনাহগার হয়।

চোগলখোরি (نميمة) — ফেৎনা ছড়ানো/নালিশি করা:

সংজ্ঞা:

একজনের কথা অন্যজনকে বলে তাদের মধ্যে ঝগড়া বা বিদ্বেষ লাগানো।

উদাহরণ:

"ফলাঁ লোক তোমার সম্পর্কে এ কথা বলেছে", "সে তো বলেছিল তুমি অকাজের" — ইত্যাদি কথা বলে সম্পর্ক নষ্ট করা।

হাদীসের সতর্কতা:

"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

— *(সহীহ মুসলিম)*

প্রভাব:

এতে সমাজে বিভেদ, সম্পর্ক নষ্ট ও ফেৎনা সৃষ্টি হয়।

গীবতের প্রতিকার ও পরিত্রাণের উপায়

১. আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করা

গীবত যে আল্লাহর কাছে কতটা ঘৃণিত, তা স্মরণ রেখে জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে ধারণ করা।

কুরআন:

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা

গ্রহণকারী, দয়ালু।”

(সূরা হুজুরাত: ১২)

২. নফসের পরিশুদ্ধি

নফস বা অন্তরের দোষ যেমন হিংসা, অহংকার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

৩. নীরবতা ও সংযমের চর্চা

কম কথা বলা, প্রয়োজন ছাড়া মতামত না দেওয়া — এভাবে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৪. ভালো ধারণা রাখা (হুসনে জান)

কারো ব্যাপারে না জেনে খারাপ ধারণা না করে ভালো চিন্তা করা।

৫. পরিবেশ ও বন্ধুবৃত্ত পরিবর্তন

যে পরিবেশ বা বন্ধুদের মাঝে গীবত বেশি হয়, তা এড়িয়ে চলা।

৬. তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

গীবত করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং যাকে নিয়ে গীবত করা হয়েছে, সুযোগ পেলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

নিচে **“গীবত ত্যাগের উপকারিতা”** বিষয়ে একটি **সংক্ষিপ্ত ইসলামিক স্ট্যাটাস/পোস্ট** দেওয়া হলো, যা আপনি ফেসবুক, পোস্টার বা বক্তব্যে ব্যবহার করতে পারেন:

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত মানে কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা — যা ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। গীবত ত্যাগ করলে একজন মুমিন বহু উপকার লাভ করে:

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

২. আত্মা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি

৩. পাপ থেকে রক্ষা ও জান্নাতের পথ সহজ হয়

৪. সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়

৫. নিজের নেক আমল সংরক্ষিত থাকে

৬. আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

কুরআন:

“তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে।” (সূরা হুজুরাত: ১২)

হাদীস:

“যে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে, আমি তার

জন্য জান্নাতের জামিন হব।”

(বুখারী: ৬৪৭৪)

আসুন, গীবতের মতো ভয়াবহ গোনাহ থেকে দূরে থাকি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলি।

গীবতের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ। তাই কেউ যদি গীবত করে ফেলেন, তাহলে তার করণীয় কী — তা নিচে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:

গীবতের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত):

১. আন্তরিক তাওবা করা

গীবতের প্রথম ও প্রধান কাফফারা হলো, আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করা। তাওবার শর্ত তিনটি:

- **গুনাহ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া**
- **তা পরিত্যাগ করা**
- **ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করা**

২. যাকে গীবত করা হয়েছে, তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া যদি সম্ভব হয় এবং পরিস্থিতি খারাপ না হয়, তাহলে গীবতের শিকার ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম।

৩. তার প্রশংসা করা ও সম্মান রক্ষা করা

যাকে নিয়ে গীবত করা হয়েছে, পরে অন্যদের সামনে তার ভালো দিক তুলে ধরা ও তার মান-সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত।

৪. নেক আমল বৃদ্ধি করা

গীবত করা ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে আপনার নেক আমল নিয়ে নিতে পারে। তাই বেশি বেশি নেক আমল করে নিজের আমলনামা সমৃদ্ধ করা উচিত।

উল্লেখযোগ্য হাদীস:

রাসূল (সা.) বলেন:
“তোমার ভাইকে তোমার মুখে বা পেছনে অপমান করো না... যদি করো, তবে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।”
(তিরমিজি: ২৫০৪)

নিশ্চয়ই! নিচে "গীবতের তাৎপর্য ও তার বিধান" বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হলো:

গীবতের তাৎপর্য ও তার বিধান

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এই ধর্ম শুধু ইবাদত নয়, মানবিক ও সামাজিক আচরণকে নিয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। সমাজে চলমান একটি ভয়াবহ নৈতিক ব্যাধি হলো গীবত, যা পরনিন্দা, বদনাম বা গোপন দোষ চর্চার নাম। ইসলাম এই কাজকে এতটাই ঘৃণিত করেছে যে, আল্লাহ তা’আলা একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গীবতের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

আরবিতে ‘গীবত’ (غيبة) শব্দটি এসেছে ‘গায়ব’ (অদৃশ্য) থেকে, যার অর্থ কারো অনুপস্থিতিতে তার আলোচনা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) গীবতের সংজ্ঞা দিয়েছেন:

“তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলো, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।”

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, “যদি সেটি সত্যিই হয়?”

তিনি বললেন, “তাহলে সেটাই গীবত। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তা অপবাদ (বুহতান)।”

(সহীহ মুসলিম: ২৫৮৯)

অর্থাৎ, গীবত এমন এক অপকর্ম, যা সত্য হলেও গোনাহ, আর মিথ্যা হলে তা আরও বড় পাপ।

গীবতের ইসলামী বিধান

ইসলামি শরিয়তে গীবত করা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং এটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে মুমিনগণ! ...তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে। তাহলে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের গ্রহণ করেন।”

(সূরা হুজুরাত: ১২)

এই আয়াতে গীবতের ভয়াবহতা বোঝাতে একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গীবতের ক্ষতিকর প্রভাব

১. আল্লাহর কাছে গোনাহগার হওয়া

২. নেক আমল বিনষ্ট হওয়া — কিয়ামতের দিনে গীবতের শিকার ব্যক্তি গীবতকারীর নেক আমল নিয়ে নেবে।

৩. সম্পর্কে ফাটল ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা

৪. নিজের চরিত্র ও আখিরাত ধ্বংস হওয়া

গীবতের কিছু সাধারণ উদাহরণ

- "ও খুব বদমেজাজি।"
- "ওর বাচ্চারা নিয়ন্ত্রণহীন।"
- "ও তো আগে খারাপ ছিল।"
- "তার বিয়েতে সমস্যা আছে।"

এই সব কথাই গীবতের আওতায় পড়ে, যদি তা সত্য হয় এবং সেই ব্যক্তি তা শুনে কষ্ট পেতে পারেন।

যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ

ইসলাম ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু ক্ষেত্রে গীবতের অনুমতি দিয়েছে, যেমন:

১. অবিচারের অভিযোগ করলে — ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য।

২. সতর্ক করা — যেমন: বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র/পাত্রী সম্পর্কে সত্য তথ্য দেওয়া।

৩. ধর্মীয় পরামর্শ নেওয়া — যেমন: ফতোয়া দিতে গিয়ে বাস্তব অবস্থা বর্ণনা।

৪. ফাসিক বা বিদআতি থেকে মানুষকে বাঁচাতে সতর্ক করা।

তবে এসব ক্ষেত্রেও শর্ত হলো — নীয়ত যেন পবিত্র হয় এবং প্রয়োজনের বাইরে যেন কিছু না বলা হয়।

গীবতের কাফফারা ও করণীয়

গীবতের পরিণতি থেকে বাঁচতে চাইলে যা করতে হবে:

১. আল্লাহর কাছে আন্তরিক তাওবা করা

২. যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য দোয়া করা এবং সুযোগ পেলে ক্ষমা চাওয়া

৩. ভবিষ্যতে গীবত থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের জিহ্বা সংযত করা

৪. নেক আমল বৃদ্ধি করা — যেমন: ইস্তিগফার, সদকা ইত্যাদি

গীবত এমন এক মারাত্মক পাপ যা সমাজের বন্ধন নষ্ট করে, সম্পর্ক ভাঙে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট করে। একজন সৎ মুসলিমের জন্য গীবত পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে ধারণ করে, জিহ্বাকে সংযত রেখে, এবং মানুষের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করাই একজন মুমিনের পরিচয়।

শরীয়াত প্রণেতা (রাসূলুল্লাহ ﷺ) প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা হলো:

গীবত (غِيبَة) হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন কিছু বলা যা সে শুনলে অপছন্দ করবে, যদিও তা সত্য হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ গীবতের প্রকৃত সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন:

"তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে।" *(সূরা হুজুরাত: ১২)*

এছাড়া, রাসূল ﷺ আরও বলেছেন:

"গীবত হলো, তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে।" *(সহীহ মুসলিম)*

যদি কথাটি সত্যি হয় তবে সেটি গীবত হবে, আর যদি মিথ্যা হয় তবে তা বুহতান (অপবাদ) নামে পরিচিত, যা আরও বড় পাপ।

গীবত শুধুমাত্র কথা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি অন্যের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার একটি গুরুতর কাজ। ইসলাম এই কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং এজন্য এর বিরুদ্ধে একাধিক সতর্কতা প্রদান করেছে।

গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

ইসলামি শরিয়তে এমন কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি রয়েছে, যেখানে গীবত করা অনুমোদিত হতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রেও গীবত করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই সঠিক হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে গীবত করার মূল উদ্দেশ্য সাধারণত ভালো কিছু অর্জন করা বা অন্যকে উপকারে আনা হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অনুমোদিত। নিচে গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. অবিচারের অভিযোগ বা বিচারিক প্রক্রিয়ার জন্য

যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ের শিকার হন এবং তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বা বিচার করতে সাহায্য করার জন্য অন্যের কাছে তার সমস্যা বা অভিযোগ বর্ণনা করতে হয়, তাহলে গীবত করা বৈধ হবে। এটি সাধারণত আদালত, কোনো নেতা বা বিচারককে লক্ষ্য করে করা হয়।

উদাহরণ:

ধরা যাক, একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য কেউ জুলুম করেছে। সে যদি অন্য কারো কাছে সেই নির্যাতনের বর্ণনা দেয়, যাতে সে সাহায্য পায় বা বিচার হয়, তাহলে এটি গীবত হিসেবে গণ্য হবে না, বরং এটি একটি বৈধ কার্যক্রম।

২. সতর্কতা বা উপদেশ দেওয়ার জন্য

গীবত করা বৈধ হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে সতর্ক করা প্রয়োজন, বিশেষত যখন তাদের আচরণ বা চরিত্র কারো ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি তার খারাপ স্বভাব বা কাজের জন্য পরিচিত থাকে, এবং অন্য কাউকে তার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে সতর্ক করা হয়, তবে তা গীবত হবে না।

উদাহরণ:

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে, যদি কেউ জানতে চায় যে পাত্র বা পাত্রী কোনো খারাপ স্বভাব বা অভ্যাসে অভ্যস্ত কি না, তবে ওই ব্যক্তির খারাপ দিকগুলো বর্ণনা করা বৈধ হতে পারে, যদি তা সত্য হয় এবং সতর্কতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে বলা হয়।

৩. ফতোয়া চাওয়ার জন্য

ধর্মীয় বিষয়ে কোনো সমস্যা বা জিজ্ঞাসা থাকলে, তা সঠিকভাবে সমাধান করার জন্য গীবত করা অনুমোদিত হতে

পারে। তবে, এতে লক্ষ্য হওয়া উচিত যে গীবতটি কোনো বিচারক, আলেম বা ফতোয়া প্রদানকারীকে প্রশ্ন করার জন্য এবং সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রেও তা শুধুমাত্র সত্য হতে হবে এবং মিথ্যা বললে তা গীবত নয়, বরং অপবাদ হবে।

উদাহরণ:

ধর্মীয় কোনো সমস্যার জন্য একজন আলেমের কাছে খোলামেলা প্রশ্ন করা, যাতে সঠিক জবাব পাওয়া যায় এবং কোনো অবিচার বা ভুল কাজ থেকে বাঁচা যায়।

৪. ব্যক্তি বা কমিউনিটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান

কখনো কখনো কমিউনিটির নিরাপত্তা, সুরক্ষা বা কল্যাণের জন্য কিছু তথ্য প্রদান করতে হয়। এই ক্ষেত্রেও, যদি গীবত করা হয়, তবে তা অবশ্যই সত্য হতে হবে এবং ক্ষতি না করে উপকারের উদ্দেশ্যে করা উচিত।

উদাহরণ:

কোনো ব্যক্তি যদি পেশাদারিত্বের জন্য অযোগ্য বা সতর্ক হতে পারে, যেমন শিক্ষায়, চাকরি বা কোনো সেবা প্রদানকারী ক্ষেত্রে, তখন তার সম্পর্কে সতর্কতা বা মূল্যায়ন করা হতে পারে।

৫. আল্লাহর জন্য কোনো উদ্দেশ্যে গীবত করা (বিশেষ নীতির অধীনে)

যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন বা সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলামের কোনো নীতির ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ বা জীবনযাপনে সত্য বলা এবং সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে গীবত করা এ ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে অবশ্যই উদ্দেশ্য শুদ্ধ হতে হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গীবত করা উচিত।

বৈধ গীবতের শর্তসমূহ:

- উদ্দেশ্য শুদ্ধ হওয়া: গীবত করার সময় উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ এবং পরিশুদ্ধ হতে হবে।
- অত্যাবশ্যকতা: গীবত যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পারে বা উপকারে আসে, তবে তা করা যেতে পারে।
- সীমাবদ্ধতা: যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই বলা উচিত। অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলা গীবতের পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়।

- **সত্য হওয়া: গীবত করতে হলে বিষয়টি অবশ্যই সত্য হতে হবে। মিথ্যা বলা অপবাদ (বুহতান) হিসেবে গণ্য হবে এবং এটি আরও বড় পাপ।**

গীবত ইসলামে এক কঠিন গোনাহ, তবে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে এটি বৈধ হতে পারে, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং অন্যদের উপকারের উদ্দেশ্যে করা হয়। তবে, এর শর্তগুলো পালন করতে হবে এবং কোনো ধরনের অপব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। সমাজে শান্তি বজায় রাখতে গীবত থেকে সবসময় বিরত থাকা সবচেয়ে ভালো

মুহাদ্দিসগণের গীবত সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা

মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা হাদীসের বিশুদ্ধতা এবং ইসলামী আইন (শরীআত) ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ। মুহাদ্দিসগণ গীবত সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার গভীরতা ও তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা মূলত হাদীস ও কুরআনের আলোকে গীবতের বিধান এবং তার প্রভাব বিশ্লেষণ করে। নিচে কিছু মুহাদ্দিসগণের গীবত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

১. ইমাম নাওয়াউই (রহঃ)

ইমাম নাওয়াউই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-আরবাইন" এবং "শরহুস সুন্নাহ"তে গীবতের ভয়াবহতা ও তার বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

“গীবত হলো, এক ব্যক্তি তার অপর ব্যক্তির পেছনে এমন কিছু বলতে, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে। তবে যদি তা সত্যি না হয়, তবে তা অপবাদ (বুহতান) হয়ে যাবে, যা আরো গুরুতর গোনাহ।”

এছাড়া, ইমাম নাওয়াওয়ী গীবত থেকে মুক্ত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন এবং সেইসাথে আল্লাহর কাছে তাওবা করার গুরুত্ব দিয়েছেন।

২. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহঃ)

ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী তার বিখ্যাত কাজ **"ফাতহুল বারী"** (সহীহ বুখারীর শারহ) এ গীবতের ভয়াবহতা এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

“গীবত করার ফলে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে তার হক দাবি করতে পারে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা চাইতে হবে। যদি গীবত করা ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া না যায়, তবে তার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে সৎকর্মের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া।”

এখানে ইমাম ইবনে হাজার গীবত করা ব্যক্তির সামনে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং এটি সংশোধন করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম কুরতুবী (রহঃ)

ইমাম কুরতুবী তার "আল-জামি' লি-ahkām al-Qur'an" (কুরআনের তাফসীর) গ্রন্থে গীবতের আলোচনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন:

“গীবত হলো, এক ব্যক্তির পেছনে তার অপছন্দনীয় দোষ বা গোপন ব্যাপার প্রকাশ করা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, গীবত সেই ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি করে এবং এতে তার পাপ বাড়ে।”

তিনি গীবতের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করেন এবং বলেন, গীবত এমন এক পাপ, যা শুধু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কও নষ্ট করে।

৪. ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ)

ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী তার কাজ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা"তে গীবত এবং তার শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

“গীবত মুসলমানের মনের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা গীবতকে

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ এটি মানুষের মধ্যে খারাপ ধারণা ও অপ্রীতিকর সম্পর্ক তৈরি করে।”

এখানে তিনি গীবতের সামাজিক ক্ষতি এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথা বলেছেন।

৫. ইমাম আল-গাজালি (রহঃ)

ইমাম আল-গাজালি "ইহইয়া উলুমুদ্দিন" নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থে গীবত এবং তার শাস্তি নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি গীবতকে **"মনুষ্যত্বের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি"** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন:

“গীবত শুধুমাত্র আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে না, বরং এটি মানুষের সম্পর্কও ভেঙে ফেলে। যারা গীবত করে, তারা নিজেদের পাপ থেকে মুক্তির জন্য তাওবা করতে হবে এবং অন্যদের সম্মান রক্ষা করতে হবে।”

এছাড়া, তিনি গীবতের প্রতিকার হিসেবে তাওবা এবং অন্যদের প্রতি সদয় আচরণের পরামর্শ দিয়েছেন।

মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, গীবত এমন এক গুরুতর কাজ যা আল্লাহ তাআলার শাস্তি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। এটি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা নয়, বরং মানুষের সম্পর্ককেও নষ্ট করে। গীবত করার আগে একজন মুসলিমকে অবশ্যই তার উদ্দেশ্য পরিস্কার রাখতে হবে এবং সতর্ক

থাকতে হবে যেন তা অন্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়। গীবত থেকে বাঁচার জন্য তাওবা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি।

নিঃসন্দেহে, এখানে আপনার প্রবন্ধটিকে আরও গুছিয়ে এবং শুদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হলো:

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে, **গীবতের শরীয়াতসম্মত সংজ্ঞা** নিচের মতো:

গীবতের সংজ্ঞা (শরীয়তের দৃষ্টিতে):

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তুমি তোমার ভাইয়ের এমন কোনো কথা বলো, যা সে অনুপস্থিত থাকলে অপছন্দ করবে।"

— *(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৯)*

এই হাদীস থেকেই গীবতের মূল সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন ইসলামি ফিকহবিদরা।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের ব্যাখ্যায় গীবতের সংজ্ঞা:

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

"গীবত হলো—কারও অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বা দুর্বলতা প্রকাশ করা, যা সত্য, কিন্তু সে তা শুনলে কষ্ট

পাবে।"

— (*রিয়াযুস সালেহীন*, ভূমিকা)

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন:

"গীবত কেবল কথার মাধ্যমেই হয় না; ইঙ্গিত, ভঙ্গিমা, অনুকরণ, এমনকি লেখার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে।"

— (*ইহ্যাউ উলুমিদ্দীন*, খণ্ড ৩)

ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন:

"গীবত এমন সত্য কথাও হতে পারে, যা বলা বৈধ নয় কারণ তা কারো সম্মান হানি করে। যদি কথা মিথ্যা হয়, তবে তা হয় **বুহতান** (অপবাদ)।"

সংজ্ঞার মূল উপাদান:

1. **কথা সত্য হলেও** গীবত হয়।
2. **কারো পেছনে বলা হয়** — অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে।
3. **বক্তব্যটি অপমানজনক বা কষ্টদায়ক** হয়।

গীবত বনাম অপবাদ:

- **গীবত:** সত্য কথাও অপমানজনক হলে হারাম।
- **বুহতান (অপবাদ):** মিথ্যা কথা বললে আরও বড় গোনাহ।

গীবত সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শুধু এককভাবে মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং সমাজে শান্তি, সুষ্ঠু সম্পর্ক ও একতা প্রতিষ্ঠায়ও সহায়ক। ইসলামে একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, যা মানুষের হৃদয়ে বিদ্বেষ, অশান্তি এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। এটি হলো **গীবত**। গীবত এমন একটি আচরণ, যা শুধুমাত্র আল্লাহর শাস্তির কারণ হয় না, বরং সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ককেও ভেঙে ফেলে। মুসলিম সমাজে গীবত কখনো কখনো স্বাভাবিক বা অনুমোদিত কাজ হিসেবে মনে হতে পারে, কিন্তু ইসলাম এটিকে একটি মারাত্মক গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গীবত কী?

গীবত (غِيبَة) আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তার অনুপস্থিতিতে অন্যের পেছনে তার দোষ বা অন্য কোনো অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা, যা সেই ব্যক্তি শুনলে কষ্ট পাবে। ইসলামিক শরিয়তে গীবতকে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এটি একটি মারাত্মক পাপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ গীবতের প্রকৃত সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন:

“তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে।"

(সূরা হুজুরাত: ১২)

এ আয়াতে গীবতকে এমন একটি কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য, যা অত্যন্ত ঘৃণিত।

গীবতের বিধান

ইসলামে গীবত **হারাম** এবং এটি **কবীরা গুনাহ** (মারাত্মক পাপ) হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে গীবতকে নিষেধ করেছেন:

“হে মুমিনগণ! ...তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা অপছন্দ করবে। তাহলে আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের গ্রহণ করেন।”

(সূরা হুজুরাত: ১২)

এ আয়াতে গীবতকে এমন একটি জঘন্য কাজ হিসেবে তুলনা করা হয়েছে, যা শুধু শারীরিকভাবে নয়, সমাজিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিকর।

গীবতের প্রভাব

গীবত শুধুমাত্র আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, এটি সমাজের আন্তঃসম্পর্কও নষ্ট করে:

1. **সম্পর্কের অবনতি:** গীবত মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং অশান্তি সৃষ্টি করে, যা একে অপরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা তৈরি করে।
2. **নেক আমল বিনষ্ট হওয়া:** গীবতকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে তার নেক আমল হারিয়ে ফেলে এবং গীবত করা ব্যক্তির কাছে চলে যায়।
3. **আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন থেকে বিচ্যুতি:** গীবত শাস্তির কারণ হয়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

গীবতের বৈধ ক্ষেত্র

ইসলাম কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত করার অনুমতি দিয়েছে। তবে, এসব ক্ষেত্রেও একে খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে এবং উদ্দেশ্য সঠিক হতে হবে:

1. **অবিচারের অভিযোগ:** যদি কেউ অন্যায়ের শিকার হয় এবং তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বা বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে গীবত করা হয়, তবে এটি বৈধ হতে পারে।
2. **সতর্কতা প্রদান:** যদি কোনো ব্যক্তির খারাপ অভ্যাস বা আচরণ থাকে এবং অন্যদের সতর্ক করা প্রয়োজন হয়, তবে গীবত করা যেতে পারে, তবে তা সত্য এবং সতর্কতার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।
3. **ফতোয়া চাওয়া:** ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে, সমস্যার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে, যা গীবত হিসেবে গণ্য হবে না।

তবে, এসব ক্ষেত্রে গীবত করার সময় সতর্ক থাকতে হবে এবং কখনোই উদ্দেশ্য শুদ্ধ থাকতে হবে।

গীবত থেকে মুক্তির উপায়

গীবত থেকে মুক্তি এবং তা থেকে পরিত্রাণ পেতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে:

1. **তাওবা:** গীবত করলে, আল্লাহর কাছে তাওবা করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা দয়া ও ক্ষমাশীল, যারা তাওবা করে, তাদের ক্ষমা করেন।
2. **ক্ষমা চাওয়া:** যদি গীবত করার ব্যক্তি সামনে থাকে, তাকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদি সেটি সম্ভব না হয়, তবে তার জন্য দোয়া করা উচিত।
3. **জিহ্বা সংযত করা:** নিজের জিহ্বা এবং কথার প্রতি সংযমী হওয়া, যেকোনো ধরনের গীবত থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

উপসংহার

গীবত একটি মারাত্মক সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি, যা মুসলিম সমাজে ঐক্য এবং শান্তি নষ্ট করতে পারে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, গীবত থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, এবং সমাজে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব। একমাত্র আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা চেয়ে, আমরা গীবতের কুফল থেকে বাঁচতে পারি এবং সুস্থ সমাজের অংশ হতে পারি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের জীবনে সৎ, সতর্ক ও শান্তিপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে সহায়তা করুন। আমিন।